

প্রবাসী হওয়ার কারণে খুব বেশী নেট ব্যবহার করি আর সেই সুবাদে দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাশাপাশি ই-ম্যাগাজিন গুলো একটু নেড়ে দেখা আজকাল এক রকম অভ্যাস ই হয়ে গেছে। ই-ম্যাগাজিন গুলো পড়তে ভীষণ আগ্রহ থাকার আর একটা বিরাট কারণ হোল বাংলাদেশের কৃতি সন্তানরা যারা আজ জীবিকার প্রয়োজনে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছেন তারা সাধারণত এখানে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, রাজনীতি, সমাজ, দেশ, বর্তমান পৃথিবী নিয়ে তারা কি ভাবছেন সেটা সবার কাছে তুলে ধরেন। এখানকার লেখকরা মোটামুটি সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তাদের বেশীর ভাগই আবার স্বদেশে নয় বিদেশে। উনাদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা আবার ডাক্তার। উনাদের লেখার মাধ্যমে আমরা উনাদের কাছাকাছি থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য ভাবি। এখান থেকে অনেক কিছুই শিখি যা জীবনকে অনেক সময়ই অন্যভাবে ভাবতে সাহায্য করে। অসংখ্য ধন্যবাদ এই ই-ম্যাগাজিনগুলোকে।

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই মত এবং মতভেদ দুটো জিনিস প্রচলিত। মতৈক্য এবং মতপার্থক্য সভ্য সমাজের সবার একযোগে একই ব্যাপার নিয়ে ভাবারই দুটো ফসল মাত্র। অতীতেও এই ফোরামগুলোতে অনেক বিষয়ের উপর মুক্তচিন্তার মুক্ত আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে যা থেকে আমরা সাধারণ পাঠকরা অনেক উপকৃত হয়েছি। তর্কের মধ্য দিয়েই অনেক পুরনো জিনিস নতুন রঙ্গে আবার উঠে আসে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সাধারণ মানদণ্ড থাকে। এক কাপ চা যা রাস্তার কোন দোকানে দুটাকায় বিক্রি হয় সেই চা ই আমরা আবার উন্নত রেস্তোরাঁতে বিশ টাকায় খাই। আদতে কি আমরা চা নাকি পরিবেশের মানটাকে মূল্য দেই? স্বনামধন্য কৃতি লেখকরা যখন তাদের বিভিন্ন মতামত নিয়ে একত্রিত হন তখন আমরা সেই পরিবেশের প্রতি খুব অন্য দৃষ্টিতে তাকাই, সেই পরিবেশ থেকে আমাদের আশাও থাকে অনেক।

যারা লেখক তারাও মানুষ এবং তারাও হয়তো কখনও কখনও মতপার্থক্য প্রবল আকার ধারণ করলে অনেক বেশী হয়তো উত্তেজিত হয়ে যান। কিন্তু তারপরও তাদের ক্রোধ প্রকাশের মধ্যে একটা শালীনতা আমরা সাধারণ পাঠকরা আশাকরি। এখানে অনেক লেখক আছেন যাদের লেখার মাধ্যমেই আমরা জেনেছি আমাদের জন্মেরও বেশ আগে তারা প্রবাসে তাদের কর্মজীবন শুরু করেছেন। সেই বয়োজ্যেষ্ঠ কীর্তিমানদের কাছে বলছি আমাদের কিছু শেখার সুযোগ দিন। এমন ভাষায় কাউকে কেউ লিখবেন না যা সভ্য সমাজের সীমা লংঘন করে। পরস্পরের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাটুকু অন্তত রাখুন। কারো লেখার সাথে কেউ দ্বিমত হলে আশাকরি যুক্তি দ্বারা তা খন্ডন করবেন, গালাগালি করে নয়। যুক্তির বিপরীতে যুক্তিই চলে, গালাগালি নিজের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। যারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতিতে এতো প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী তারা কেনো সামাজিক রীতি ভেঙ্গে চলবেন?

ছোটবেলায় অনেক সারাংশ, সারমর্ম, ভাব সম্প্রসারণ শিখতে হয়েছিল। কেনো হয়েছিল তা অবশ্য জানি না কারণ জীবনের কোন অংশেই তা আজো প্রয়োগ হয়তো করিনি এবং যারা শিখান তাদেরও প্রয়োগ করতে দেখিনি। মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় ঝেড়ে দিয়ে ডিগ্রী হাসিল করাই হয়তো মূল উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো’ এই ভাব সম্প্রসারণটি শিখতে হয়নি এমন খুব কম বাংলাদেশীই হয়তো আছে। হায়রে শিক্ষা। যখন দেখি নমস্য সব ব্যক্তির শ্রদ্ধামাত্র কারো নামকে কিংবা ভৌগলিক সীমানাকে উপজীব্য করে অশালীন গালাগালির তুবড়ি ছোটান। আদতে সে লেখক কি বলেছেন অথবা কি বলতে চেয়েছেন সে কথা বাদ দিয়ে দেখা যায় তার নামটা ভাষার ব্যাখ্যায় মুসলমান ধর্মের ভাগে পড়ল না হিন্দু ধর্মের ভাগে পড়ল সেটা হোল মূল কথা তাদের কাছে। আদতে হয়তো সে লেখক পুরোই নাস্তিক, ইশ্বরের অস্তিত্ব ই মানেন না।

আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তার সাথে মাতৃভূমির করুণদশায় আমরা আপনাদের কাছে অনেক বেশী আশা করি। দেশের রাজনীতির নৈরাশ্য, অর্থনীতির দুর্গতি যখন প্রবাসে মনকে বিষন্নতায় ভরে রাখে সেখানে এই মুক্তালোচনার জগৎ আমাদের কাছে অনেক আশার আলো নিয়ে আসে যা আমরা দুঃখিত হতে দিতে চাই না। তাই সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি ফরিদ আহমেদ সাহেবের ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং অশালীন ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।

সুন্দর দিনের প্রত্যাশায়।

তানবীর তালুকদার

০৮ ১০ ১০৬

